স্বাগত জানাই তরুণদের — সেইসাথে কিছু শংকার প্রলাপ

শাহাবাগ চত্বর থেকে শুরু হয়ে সারা দেশব্যাপী যে নাগরিক-জোয়ারের ঢেউ বয়ে চলেছে তা উপভোগ করাটাই সবচাইতে কাম্য — বিশেষত আমার মত পঞ্চাশ-ঊর্ধের মানুষের জন্য তো বটেই। হতাশা ও নৈরাজ্য পেড়িয়ে নতুন করে এদেশের ভবিষ্যত নিয়ে স্বপ্ন-বিলাসিতার সুযোগ তৈরী করায় উদ্যোক্তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এ আন্দোলনের উত্থান এবং প্রযুক্তি, নগরায়ন ও ক্রম-বর্ধিষ্ণু বহিঃবিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাথে আন্দোলন-প্রকাশের ভঙ্গি'র সম্পর্কের বিশদ আলোচনা ভবিষ্যত বিশ্লেষকদের জন্য রেখে দেয়াই শ্রেয়। তবে সংখ্যাগুরু'র বেগবান স্রোতের মুখে কাঙ্ক্ষিত অনেক আলোচ্যবিষয় চাপা রয়ে যায় এবং তা মুখফুটে বলার শক্তি আমরা অনেক সময় হারিয়ে বসি। অতীতে এমনটি অনেকবার ঘটেছে, যা আমাদের অগ্রগতির ধারাকে বিলম্বিত করেছে — এমনকি, অনেক সময় দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তেমনই কয়েকটি বিষয় এ নিবন্ধে উত্থাপন করবো। আজকের আনন্দে নিমজ্জিত থেকেই চিন্তার পরিচ্ছন্নতা দিয়ে বিষয়গুলো আলোচনা করলে, আমি মনে করি, নতুন প্রজন্মের দেয়া অর্জনকে দীর্ঘস্থায়ী রুপ দেয়া সম্ভব।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটি স্লোগান ও দাবীর মাঝে সীমিত থাকবো। 'জয় বাংলা ও জয় বাঙ্গালী'র বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ্য। এ দেশ শুধুমাত্র বাঙ্গালী'র দেশ নয়, এখানে সংখ্যালঘু অনেক জাতি/সম্প্রদায়ের নাগরিক বাস করে। তাই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা থেকে তাদের অংশগ্রহণে বাঁধা তৈরীর কোনও কারণ থাকতে পারে না। বিশেষত, বিগত দিনের কিছু ঘটনা থেকে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে যে, দেশের অভ্যন্তরের ও বাইরের কিছু অশুভশক্তি আমাদের দক্ষিণ-পূর্বের তিনদেশের সংযুক্তি-স্থলে ভিন্ন দেশ তৈরীর পায়তারা কষছে। তাই আশা করবো যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে যেন ন্যায়ের পক্ষের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভেদ তৈরী না হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি অনেক বেশী স্পর্শকাতর — জামায়েত-ই-ইসলামী দলকে নিষিদ্ধ ঘোষনা'র দাবী। রাজনৈতিক সংগঠনের গতিধারা ও তার নেতৃত্বের পরিবর্তন-ধারা বেশ বিচিত্র। অতীতের বাম-রাজনীতির একটি ধারার উল্লেখ করবো। নকশালবাড়ি আন্দোলনের জোয়ার যখন এ অঞ্চলের তরুণদের উদ্বেলিত করেছিল এবং প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে যখন বেশকিছু বামদল 'শ্রেণীশত্রু খতমের লক্ষে' আন্ডারগ্রাউন্ড (গোপন) রাজনীতির পথ বেছে নেয়, সেসময় সংগঠনের নেতৃত্বে ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছিল। মোটাদাগে বললে ভুল হবে না যে, সেই জোয়ারে শিক্ষায় অগ্রজ ব্যাক্তিদের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল এবং ঘটনা-পরম্পরায়ে তার দখলী পেয়েছিল কিছু অর্ধ-শিক্ষিত বন্দুক-বাজ তরুণ, যারা ভিত্তিহীন সামান্য সন্দেহের বশে নিজ-সংগঠনের সহকর্মীকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করতো না। সংগঠনের অবস্থান ও তার কর্মপরিধি অনেকাংশেই নেতৃত্বের চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। অতীতের শিক্ষার আলোকে তাই আমি মনে করি যে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে কার্যত জামায়েত-ই-ইসলামী কে 'তালেবান'-এ রুপান্তরিত করা হবে। অর্থা , এদল আরো নিম্নমানের যুদ্ধবাজদের হাতে পড়বে, এবং দেশের বা বিদেশের যেকোনও অশুভশক্তির ক্রীড়নক হবার সম্ভাবনা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। তাই স্রোতের বিরুদ্ধে যেয়ে নিরেট বোকা'র মত আমি অতীত শিক্ষার আলোকে দলটির নিষিদ্ধ ঘোষনা'র দাবী'র পুনর্বিবেচনা করতে বলবো। বিশেষত, আইনী প্রক্রিয়ায় যেখানে রাজনৈতিক দলের আচরন-বিধি নিয়ন্তণ সম্ভব এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যখন সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ-প্রবাহ নজরদারীতে আনা সম্ভব, সেখানে রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা আনার দাবীটাই প্রাধান্য পাওয়া প্রয়োজন। সে দাবীর আশু অর্জন সম্ভব না — তবে 'নিষদ্ধ ঘোষনা'র পথ নিলে স্বচ্ছতা অর্জনের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে। বরং, সংবিধান যদি রাষ্ট্রীয় ধর্মের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসে এবং সংবিধানের মূল স্তম্ভের পরিপন্থী কোনও উদ্দেশ্য রেখে রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ করা হলে নাগরিক-সাধারনের মূখ্য চাওয়া পূর্ণ হতে পারে।

যে উদ্দেশ্যেই শুরু হোক না কেন, এই নাগরিক জোয়ার-এর দুটো বিশাল প্রাপ্তি। প্রথমটি অর্জিত হয়েছে — তরুন প্রজন্মকে সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহনের সুযোগ তৈরী করার, যার মাধ্যমে তারা নতুন স্বত্তায় নিজেদের একাত্ব হবার সুযোগ পেয়েছে এবং আগামীতে সংগঠিতভাবে আবারো আবির্ভূত হবার সম্ভাবনা রাখে। দ্বিতীয়, আজকের সংসদে স্বীকৃতি ও আইন পরিবর্তনের/পরিবর্ধনের মাধ্যমে লঘুদন্ডপ্রাপ্ত যুদ্ধ-অপরাধীদের পুনঃবিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা। এর অধিক অর্জনের স্বপ্ন থাকা প্রয়োজন, তবে তা সংগঠন-বিহীনভাবে অর্জন আদতেই সম্ভব কিনা তা সংগঠকদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। আবেগের তাড়নায় একে অধিক প্রলম্বিত করলে এর সুষ্ঠ সমাপ্তি টানা সম্ভব নাও হতে পারে। আমরা সকলেই মহাসম্মিলনের আনন্দ ও বিজয়ের স্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরতে চাই, যেন আগামী দিনে ডাক এলে সবাই আবার দেশ ও জনগনের বৃহত্তর স্বার্থে একত্রিত হতে পারি। তাই পরিশেষে সংগঠকদের কাছে আমার একটি সবিনয় অনুরোধ, ঘটনা-প্রবাহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় এ-পর্বের আন্দোলনের সুষ্ঠ সমাপ্তি টানার সুচিন্তিত পরিকল্পনা জরুরী।

- সাজ্জাদ জহির, অর্থনীতিক গবেষণা ও শিক্ষকতায় নিয়োজিত।
(এ নিবন্ধে উল্লেখিত ভাবনা লেখকের একান্ত নিজস্ব)
১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩, ঢাকা।